বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) অধ্যাদেশ ১৯৭২ এর আওতায় ১লা জুলাই ১৯৭২ বাংলাদেশ স্টীল মিলস্ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন প্রতিষ্ঠত হয়। জাতীয়করণকৃত এবং অনান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্বাবধান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট অনান্য কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (জাতীয়করণ, দ্বিতীয় সংশোধনী)-এর বিধানবলে উক্ত দুইটি করপোরেশনকে একীভূত করে গত ০১ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে "বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন" (বিএসইসি) গঠিত হয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মোট ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিএসইসি কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে বিএসইসি'র উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণে ৯(নয়)টি চালু এবং ৪(চার)টি বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। উল্লেখ্য যে, গত ০৫-০৭-২০১৮ তারিখে বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রীজ-এর ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ পুন:চালুকরণ করা হয়েছে।

এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ এবং ইস্টার্ন কেবলস লিঃ এর ৪৯% শেয়ার জনসাধারণ এবং স্ব-স্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের নিকট ইস্যু করা হয়েছে। উল্লেখ্যযে, গত ০৫-০৭-২০১৮ তারিখে বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রীজ-এর ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ পুন:চালুকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে জাপানের হোন্ডা (৭০% শেয়ার) ও বিএসইসি (৩০%শেয়ার)-এর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাংলাদেশ হোন্ডা লিঃ স্থাপন করা হয়েছে। গাজীপুরের শ্রীপুরে ভাড়া জায়গায় কারখানা স্থাপন করে বাংলাদেশ হোন্ডা লিঃ (বিএইচএল) উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিএসইসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন-ভাতা এবং রাজস্ব ও মূলধন খাতের ব্যয় নিজস্ব আয় হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার থেকে কোন অনুদান বা ভর্তুকি গ্রহণ করা হয় না। করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ওভারহেড, লভ্যাংশ ও ভবন ভাড়া আয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠান সমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে সচল রাখতে সহযোগিতা করছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন পূর্বক সরবরাহ করে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে।উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য বিএসটিআই ও উচ্চ আন্তর্জাতিক গুণগত মান সম্পন্ন (ISO **সনদ প্রাপ্ত)** এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত।

বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহ ৬৭২.৪০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ৮৬৪.১৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে ৭৩.৬৭ কোটি টাকা নীট মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ২৭৭.৬৭ কোটি টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্স) প্রদান করেছে।

বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সার্বিক কার্যক্রম

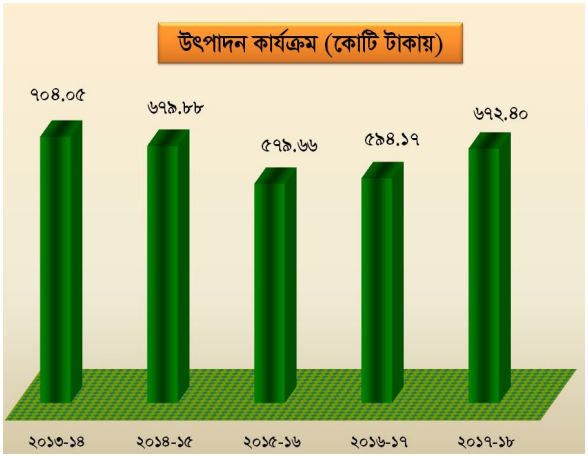

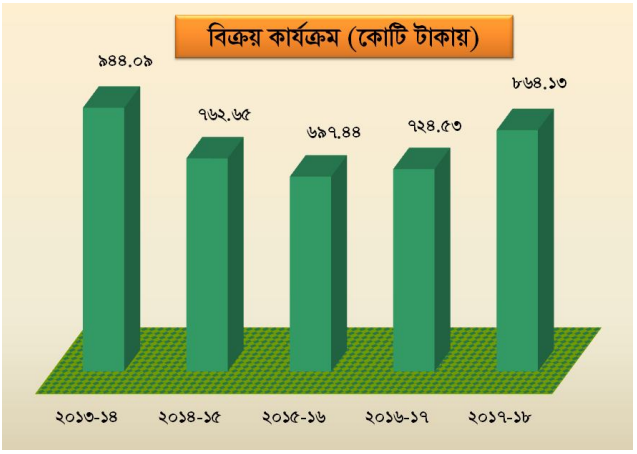

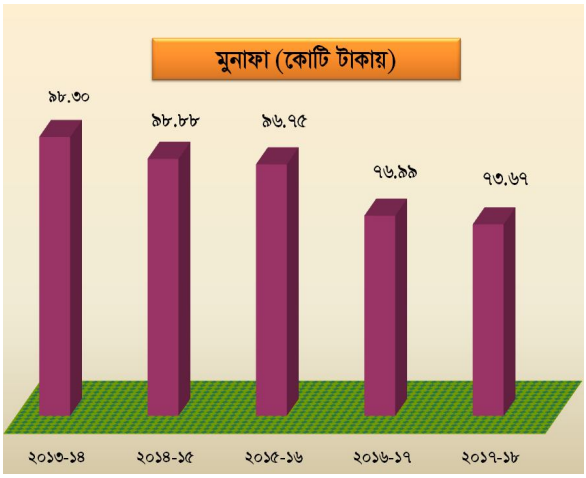

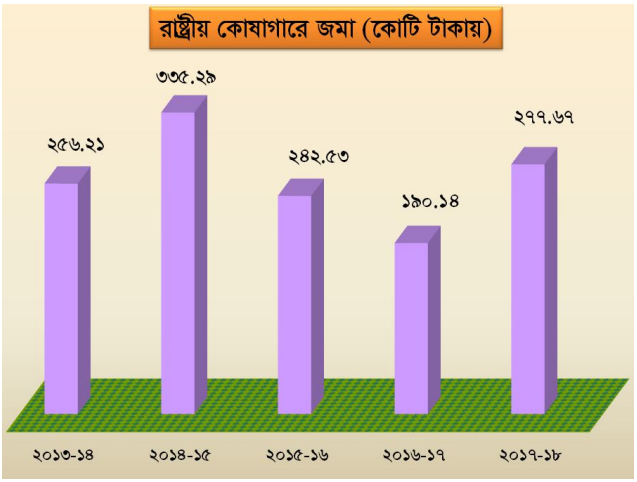

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল ওর্য়াকস লিমিটেড-এ পুনঃচালুকরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমীর হোসেন আমু এমপি গত ০৫ জুলাই ২০১৮ রোজ বৃহস্পতিবার ১৯৯৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া রি-রোলিং মিল ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড, টঙ্গী, গাজীপুর পুনঃচালুকরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইস্তেহারে বন্ধ শিল্প কারখানা পুনরায় চালুর ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী'র নির্দেশনা এবং পরামর্শ মোতাবেক বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন অধীন ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ পুনরায় চালু করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীটি ২৫ মে ১৯৭০ সালে পাবলিক লিঃ কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর পিও- ১৬/১৯৭২ বলে এটি পরিত্যাক্ত ঘোষনা করা হয় এবং পিও ২৭/৭২ বলে জাতীয়করণ করতঃ উহা পরিচালনার জন্য বিএসইসি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয়। চালু অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শিল্প ইউনিট ছিল। ইউনিটসমূহে এম এস রড ও এ্যাঙ্গেল, সিআই (কাষ্ট আয়রন) প্রোডাক্ট এবং এনামেলের তৈজষপত্র উৎপাদিত হতো।রাষ্ট্রীয় খাতে একমাত্র ষ্টীল রি-রোলিং মিল চালু হওয়ায় বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ভবিষ্যতে শত শত লোকের এবং পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। উল্লেখ্য যে, জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। উৎপাদন চালু করার পর প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এম.এস. রডের বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে দাম নির্ধারণ করা, কমিশন ভিত্তিক ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি করা, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কারখানা পরিচালনা করা, অতিদ্রুত ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ'র সেমি অটোমেটিক কারখানাটি চালু করার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা। এছাড়াও, ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেরেক, স্ক্রু, তারকাটা, কাঁটাতার, নাট-বোল্টু, দরজার ছিটকিনি ইত্যাদি বহুমুখী পণ্য বিদ্যমান মেশিনারীজ ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব হবে।

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের 3S সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।

বাংলাদেশ স্টীল অ্যান্ড ইনজিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) আওতাধীন প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের 3s(sales, Service& Spares) সেন্টারটি ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এ সেন্টার উদ্বোধন করেন।

প্রায় ২ হাজার ২৫৬ বর্গফুট জায়গার ওপর এ সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সার্ভিস সেন্টারের পাশাপাশি এটলাসের 'শো-রুম' হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। এখানে মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার সার্ভিস পার্টস বিক্রি হবে।। এটলাসের গ্রাহক ছাড়া অন্য কোম্পানির মোটরবাইকের জন্যও সার্ভিসিং সেবার দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে। ফলে এ সেন্টার এটলাস বাংলাদেশের জন্য আয়ের একটি নতুন উৎস হিসাবে অবদান রাখাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে করপোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক করেছে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে *MZ 24/05/2018 Zwi‡L* করপোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক করেছে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পমন্ত্রী জনাব আলহাজ আমির হোসেন আমু'র উপস্থিতিতে এটলাস পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ.ন.ম কামরুল ইসলাম এবং টিভিএস এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার রায় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, পরিচালক (অর্থ) জনাব কামাল উদ্দিন, টিভিএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জে. একরাম হোসেন, উপদেষ্টা জনাব মোঃ আনছার আলী খানসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসইসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দুই বছর মেয়াদী এ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ করপোরেট পার্টনার হিসাবে কাজ করবে। টিভিএস থেকে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ বছরে ১৫ থেকে ২০ হাজার মোটর সাইকেল সিকেডি বা সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করে তা এটলাসের নিজস্ব কারখানায় সংযোজনপূর্বক বিক্রয় করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক আগ্রগিতর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট ও ট্যাক্সবাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা হবে। এছাড়া বাজার চাহিদা বিবেচনায় শীঘ্রই এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ যৌথভাবে বাংলাদেশ মোটরসাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য সরকারি, আধাসরকারি, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর মধ্যে সরকারি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোটরসাইকেল সরবরাহ সুযোগ রয়েছে। আজ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষেরের ফলে এখন থেকে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরাসরি মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে পারবে।

ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ-এর এলইডি লাইট উৎপাদন প্রকল্প

ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ-এর কারাখানায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতাবৃদ্ধি ও অটোমেশন এবং পণ্যের বহুমূখীকরণের আওতায় অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব উৎপাদনের লক্ষ্যে'এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেম্বিলিং প্লান্ট ইন ইটিএল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর গত প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে এটিই এডিপিভুক্ত প্রথম প্রকল্প। প্রকল্পটির ব্যয় *48.28* কোটি টাকা। ধার্যকৃত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী জুন'২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানের পণ্য ভান্ডারে নতুন পণ্য সংযোজন হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬ অর্জন

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের মান উন্নয়ন ও মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮/০৪/২০১৮ তারিখে গাজী ওয়্যারস লিঃ এবং ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৬" এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ পুরুস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২৬/১০/২০১৬ তারিখে

প্রগতির ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ও "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৫"-এ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

৫(পাঁচ) দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানটি ০১/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব আবুল কাশেম, অতিরিক্ত সচিব (ই-গভঃ, আইসিটি ও এমআইএস),শিল্প মন্ত্রণালয় যোগদান করেন। সভায় সভাপতি করেন জনাব কামাল উদ্দিন, পরিচালক (অর্থ), বিএসইসি। ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২৮/০১/২০১৮ হতে ০১/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্মশালাটিতে বিএসইসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালু আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ২৪ জন কর্মকতা অংশ গ্রহণ করেন। ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালাটির ভ্যানু নির্ধারণ করা হয়েছিল ইস্টার্ন কেবলস লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

দেশের একমাত্র ট্রান্সফরমার নির্মাতা সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি.-এর কারখানায় প্রি পেইড

প্রিপেইড মিটার তৈরি করতে যাচ্ছে দেশের একমাত্র ট্রান্সফরমার নির্মাতা সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (জিইএম প্লান্ট হিসেবে পরিচিত)। গত ১৮-০১-২০১৮ তারিখে পতেঙ্গাস্থ জিইএম কোম্পানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। জিইএম প্লান্টের অভিভাবক সংস্থা বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের সচিব ড. মোঃ আমিরুল মমিন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কনফিডেন্স ইলেট্রোমেক লিমিটেডের (সিইএমএল) পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখতারুজ্জামান স্মারকে স্বাক্ষর করেন ।

প্লান্টটি এগিয়ে গেলে চট্টগ্রাম তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। প্রাথমিকভাবে সিঙ্গেল ফেইজ ও থ্রি ফেইজ প্রি পেইড মিটার